প্রিয় নবী ﷺ এর সৌন্দর্য্য

সুবহে বাহারা উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত ইজতিমায়ে মিলাদ মাহফিলে
উপস্থাপিত সুন্নাতে ভরা বয়ান।

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেন না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেন **আল্লাহ্ তায়ালার** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। ফতোওয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ্ তায়ালার** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

হযরত আবুল মাওয়াহিব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: আমি স্বপ্নে **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে দেখলাম, **হুযুরে আকদাস** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাকে ইরশাদ করলেন: "কিয়ামতের দিন তুমি একলক্ষ মানুষের শাফায়াত (সুপারিশ) করবে।" আমি আরয করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমি কিভাবে এর উপযুক্ত হলাম? ইরশাদ করলেন: "এই জন্য যে, তুমি আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে এর সাওয়াব আমাকে ইছাল করে দাও।" **(আত তাবকাতুল কুবরা লিশ শা'রানি, ২য় খন্ড, ১০১ পৃষ্ঠা)**

শাফেয়ে রোজে জযা, তুম পে করোড়ো দুরুদ,
দা'ফেয়ে জুমলা বালা, তুম পে করোড়ো দুরুদ।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: হে কিয়ামতের দিন আমরা গুনাহগারদের শাফায়াতকারী আক্বা! আপনার প্রতি **আল্লাহ্ তায়ালার** কোটি কোটি রহমত অবতীর্ণ হোক এবং হে সকল দুঃখ দূর্দশাকে আমাদের থেকে দূরকারী **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আপনার প্রতি কোটি কোটি দরূদ ও সালাম।

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে বয়ান শ্রবণ করার পূর্বে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **হচ্ছে:** "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)

দু'টি মাদানী ফুল:

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

✱ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✱ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✱ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ✱ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ✱ تُوْبُوْا اِلَى الله! اُذْكُرُوا الله! صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✱ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মহান নূরানী রাত!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজ ১৪৩৯ হিজরী সনের রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তম রাত, **আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তায়ালার** কোটি কোটি কৃতজ্ঞতা যে, যিনি আমাদের আরো একবার আজিমুশ্শান ফযীলত ও বরকতময় পবিত্র নূরানী রাত নসীব করেছেন, এটি সেই মহান নূরানী রাত, যে রাতে **মাহবুবে রব, সুলতানে আরব, রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাসসাম, শাহে বণী আদম, নবীয়ে মুহতাশাম, শাহে আরব ও আযম, শাফেয়ে উমাম, হুযুর নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দুনিয়ায় তাশরীফ আনয়ন করেন। এটি সেই মহান রাত, যে রাত শবে কদর থেকেও উত্তম, এটি সেই মহান রাত, যে রাতে মা আমেনা رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا এর ঘর থেকে সেই

মহান নূর চমকে উঠলো, যা দ্বারা পূর্ব ও পশ্চিম আলোকিত হয়ে গিয়েছিলো। এটি সেই মহান রাত, যে রাতে **আল্লাহ্ তায়ালার** আদেশে ফিরিশতাদের সর্দার জিব্রাঈল আমীন عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام পূর্বদিকে ও পশ্চিম দিকে এবং কাবার উপর পতাকা স্থাপন করেছিলেন। এটি সেই মহান রাত, যে রাতে **আল্লাহ্ তায়ালার মাহবুব, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আগমনে ইরানের বাদশাহ কিসরার প্রাসাদে ভূমিকম্প এসেছিলো এবং ইরানের এক হাজার বছর থেকে প্রজ্জলিত হওয়া আগ্নেয়গিরী নিভে গিয়েছিলো।

বুঝ গেয়ে জিস কে আ'গে সবী মাশআলেঁ, শামআ ওহ লে কর আয়া হামারা নবী।

(হাদায়িকে বখশীশ, ১৩৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজ ঐ মহান আলোকিত ও ঝাকঝমকপূর্ণ রাত, যে রাতে **আল্লাহ্ তায়ালার** আদেশে আসমান এবং জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হয়েছিলো, আজকের এই মহান নূরানী রাতে **হযরত সায়্যিদাতুনা আমেনা** رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا **এর বাগানের সুবাসিত ফুল, রাসূলে মাকবুল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান ও মহত্বের বরকতময় আলোচনা করবো এবং শ্রবণ করবো, **শানে মুস্তফা ও মুস্তফার স্মরনে** নাত পাঠ করবো, **মারহাবা ইয়া মুস্তফা এর** শ্লোগান দিবো এবং আমাদের খালি আঁচলকে রহমত ও বরকত দ্বারা পরিপূর্ণ করে নিবো। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ

আমাদের আক্বা ও মাওলা, দু'জাহানের দাতা, নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে **আল্লাহ্ তায়ালা** সমস্ত উত্তম গুনাবলী দ্বারা সজ্জিত করেছেন এবং সমস্ত দোষত্রুটি থেকে পবিত্র করে সৃষ্টি করেছেন, অনেক যুগ এসেছে এবং গেছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত এমন শান ও শওকত, মহত্ব ও মর্যাদাপূর্ণ কেউ আসেওনি এবং আসবেও না। আসুন! আ'লা হযরত, ইমামে ইশ্ক ও মুহাব্বত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর অনেক সুন্দর একটি নাতের পঙতি শ্রবণ করি:

তেরে খূলক কো হক নে আযীম কাহা, তেরে খিলক কো হক নে জামিল কিয়া,
কোয়ি তুঝ সা হুয়া হে না হো'গা শাহা, তেরে খালিকে হুসন ও আদা কি কসম।

(হাদায়িকে বখশীশ, ৮০ পৃষ্ঠা)

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: হে আমার দয়াময় আক্বা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! **আল্লাহ্ তায়ালা** আপনার চরিত্র মোবারককে আযীম (খুবই মহান) ঘোষণা করে দিয়েছেন এবং

www.dawateislami.net

আপনার সৌভাগ্যময় জন্ম হাজারো সৌভাগ্য এবং বরকত নিয়ে এসেছে, এমন অনন্য ও সুন্দর কারো জন্ম হয়নি। আমার **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার মতো কেইবা হতে পারে? হ্যাঁ, হ্যাঁ! জমিন ও আসমান সৃষ্টিকারীর শপথ **"আপনার মতো কেউ নেই।"** (শরহে হাদায়িকে বখশীশ, ২২৬ পৃষ্ঠা)

আসুন! বয়ান করার পূর্বে আশিকে মিলাদ ও ইশ্‌কে মাহে রিসালত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর প্রদত্ত না'রা (শ্লোগান) দ্বারা এই নূরানী রাতকে স্বাগত জানাই। সম্ভব হলে মাদানী পতাকা উড়িয়ে খুবই জোশ ও উৎসাহে, ভালবাসা ও ভক্তি সহকারে **মারহাবা ইয়া মুস্তফা**র সাড়া জাগিয়ে তুলুন।

ছরকার কি আ'মদ ... মারহাবা...সরদার কি আ'মদ ...মারহাবা... আমেনা কি ফুল কি আ'মদ ...মারহাবা... রাসূলে মাকবুল কি আ'মদ ... মারহাবা... পেয়ারে কি আ'মদ ...মারহাবা... আচ্ছে কি আ'মদ ...মারহাবা... সাচ্ছে কি আ'মদ ...মারহাবা... সূহনে কি আ'মদ ...মারহাবা... মুহনে কি আ'মদ ...মারহাবা... মুখতার কি আ'মদ ...মারহাবা... মুখতার কি আ'মদ ...মারহাবা... মুখতার কি আ'মদ ...মারহাবা!

মারহাবা ইয়া মুস্তফা...মারহাবা ইয়া মুস্তফা
মারহাবা ইয়া মুস্তফা...মারহাবা ইয়া মুস্তফা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

অতুলনীয় সৌন্দর্য্যের প্রতীক!

বর্ণিত আছে যে, একবার কিছু অমুসলিম আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদ্বা শেরে খোদা كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর দরবারে উপস্থিত হলো এবং তাঁকে আরয করলো: হে আবুল হাসান! আপনার চাচার সন্তান (অর্থাৎ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর গুণাবলী বর্ণনা করুন! তখন তিনি বললেন: **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم খুব বেশি লম্বা ছিলেন না এবং একেবারে খাঁটোও ছিলেন না, বরং মধ্যম আকৃতি থেকে একটু লম্বা ছিলেন, মোবারক শরীরের রঙ সাদা ছিলো, যাতে লালচে মিশ্রণও ছিলো, চুল মোবারক অনেক বেশি কৃষ্ণবর্ণ ছিলো না, বরং কিছুটা বক্র ছিলো, যা কান পর্যন্ত ছিলো, প্রশস্ত কপাল, সুরমা খচিত চোখ, মুক্তা মতো সাদা

www.dawateislami.net

দাঁত, খাড়া নাক, ঘাড় খুবই স্বচ্ছ যেনো রূপার পাত্র, যখন হাঁটতেন তখন মজবুতভাবে কদম রাখতেন, যেনো উঁচু স্থান থেকে নামছেন, যখন কারো দিকে মনযোগ দিতেন তবে পরিপূর্ণভাবে মনযোগ দিতেন, যখন দাঁড়াতেন তখন লোকদের চেয়ে উচ্চ মনে হতো এবং যখন বসতেন, তখনও সবার মাঝে অনন্য হতেন, যখন বলতেন, তখন লোকদের মাঝে নিরবতা বিরাজ করতো, যখন খোতবা দিতেন, তখন শ্রবণকারীদের মাঝে ক্রন্দন শুরু হয়ে যেতো, মানুষের প্রতি সবচেয়ে বেশি দয়ালূ ও মেহেরবান, এতিমদের জন্য স্নেহময় পিতার ন্যায়, বিধবাদের জন্য দয়ালূ ও নম্র, সবচেয়ে বেশি বাহাদুর, সবচেয়ে বেশি দানশীল এবং আলোকিত চেহারা মালিক ছিলেন, জুব্বা পরিধান করতেন, যবের রুটি আহার করতেন, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বালিশ ছিলো চামড়ার, যাতে খেজুরের গাছের আঁশ ভরা ছিলো, খাট ছিলো বাবলা গাছের, যা খেজুরের পাতার রশি দিয়ে বুনানো ছিলো, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি পাগড়ী ছিলো, একটির নাম সাহাব আর অপরটিকে উকাব বলা হতো, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রয়োজনীয় বস্তুর মধ্যে তলোয়ার যুলফাকার, উটনী আদ্ববাআ, খচ্চর দুলদুল, গাধা ইয়াফুর, ঘোড়া বাহার, ছাগল বরকতা, লাঠি মামশুক এবং পতাকা "লিওয়াউল হামদ" নামের মনোনীত ছিলো, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উটকে স্বয়ং নিজেই বাধঁতেন এবং সেটিকে খাবার দিতেন, কাপড়ে তালি লাগাতেন আর জুতার মেরামতও নিজেই করতেন। পরিপূর্ণ মোবারক আকৃতি বর্ণনা করার পর আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা মাওলা আলী শেরে খোদা كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم বলেন: لَمْ اَرَ قَبْلَهٗ وَلَا بَعْدَهٗ مِثْلَهٗ. আমি **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পূর্বে এবং **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পর তাঁর মতো আর কাউকে দেখিনি।

(ইযালাতুল খাফা, ৪/৪৯৯ ও তিরমিযী, ৫/৩৬৪, হাদীস নং-৩৬৫৭ ও ৩৬৫৮)

হুসন তেরাচা না দেখা না সুনা কেহতে হে আগলে যামানে ওয়ালে।
ওহী ধুম উন কি হে مَاشَآءَالله মিট গেয়ে আ'প মিটানে ওয়ালে।

(হাদায়িকে বখশীশ, ১৬১ পৃষ্ঠা)

হুসন ও জামালে মুস্তফা মারহাবা ছদ মারহাবা অও'জ ও কামালে মুস্তফা মারহাবা ছদ মারহাবা
ইয ও জালালে মুস্তফা মারহাবা ছদ মারহাবা আ'দত ও হিচালে মুস্তফা মারহাবা ছদ মারহাবা
আযমত ও শানে মুস্তফা মারহাবা ছদ মারহাবা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! মাওলায়ে কায়েনাত, হযরত সায়্যিদুনা আলিউল মুরতাদা كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم আপন **প্রিয় আক্বা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক সৌন্দর্য্য ও লাবণ্য এবং আচার ও আচরণকে কিরূপ সুন্দরভাবে বর্ণনা করেন যে, **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কোমল হৃদয় এতিম ও শিশুদের ভালবাসতেন, **তিনি** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নম্রতার এমন আধার ছিলেন যে, স্বয়ং নিজের কাপড়ে তালি লাগাতেন, কিন্তু আমরা! আমরাতো প্রতিটি অনুষ্ঠানে নতুন পোষাক অবশ্যই চাই এবং ভাল পোষাকও বিনা কারণে নষ্ট করে দিই, আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তো নিজের কাজ নিজের হাতেই করতেন, কিন্তু আমরা আমাদের পরিবার এবং চাকরের উপর প্রভাব দেখিয়ে তাদের দ্বারা কাজ করিয়ে নিই আর যদি মনমতো কাজ না হয়, তবে পরিবারের সাথে ঝগড়া বিবাদ এবং চাকরকে মারধরও করে থাকি, অনেক সময় কাজ থেকে বিদায়ও করে দিই। মনে রাখবেন! আমরা যে **দয়াময় আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কলেমা পাঠ করেছি, তাঁর আচার আচরণ থেকে তো আমরা বিনয় ও নম্রতা, ছোটদের প্রতি স্নেহ এবং চাকরদের সাথে সদাচরনের শিক্ষা পাই, সুতরাং **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক চরিত্রকে আপন করে নিন এবং নিজের দুনিয়া ও আখিরাতকে উত্তম বানান। কেননা, **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আচার ও আচরণ ছিলো অতুলনীয়, **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সকল সৃষ্টির মাঝে আলাদা ও অনন্য, নিঃসন্দেহে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের মধ্যে এমন সৌন্দর্য্য ও লাবণ্যময় এবং গুণাবলী ও উৎকর্ষতাপূর্ণ কেউ ছিলো না, নাই, কখনো হবেও না, তাই তো মাওলায়ে কায়েনাত শেরে খোদা كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم **হুযুরে পাক** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চরিত্র ও আকৃতি উভয়টি বর্ণনা করে সত্যই বলেছেন: لَمْ اَرَ قَبْلَهٗ وَلَا بَعْدَهٗ مِثْلَهٗ আমি **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পূর্বে এবং **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পর তাঁর মতো আর কাউকে দেখিনি।

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মতো দেখবেই বা কিভাবে, **আল্লাহ্ তায়ালা হুযুর** (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর ন্যায় তো কাউকে সৃষ্টিই করেনি। **(মিরাতুল মানাযিহ, বাব আসমাইননবী ওয়া সিফাতা, আল ফসলুস সানী, ৮/৫৮)**

www.dawateislami.net

কোয়ী মিছল মুস্তফা কা কভী থা না হে না হোগা, কিসি অওর কা ইয়ে রুতবা কভী থা না হে না হোগা।

মনে রাখবেন! যেমনিভাবে **নবীয়ে আকরাম, নূরে মজাসসাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উৎকর্ষময় চরিত্র দ্বিতীয় কারো নেই, তেমনিভাবে সমস্ত পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের মাঝে তাঁর সৌন্দর্য্য ও লাবণ্যের ন্যায় আর কেউ নেই। **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সত্বায় সৌন্দর্য্য ও লাবণ্যময়তার ঐ মহান আধার ছিলেন যে, যাঁর দীদারে শুষ্ক ফুলের কলি সতেজ হয়ে উঠে, অন্ধকার অন্তর ঝলমল করতে থাকে, বিষন্ন হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে। **আমাদের আক্বা ও মাওলা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সৌন্দর্য্য ও লাবণ্য এমন অতুলনীয়, রাসূলের প্রত্যেক সাহাবীর এমন আশা ও আকাঙ্ক্ষা থাকতো যে, সর্বদা যেনো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী চেহারার যিয়ারত দ্বারা ধন্য হতে থাকে, এই কারণেই সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان **সৌন্দর্য্য ও লাবণ্যের আধার, মাহবুবে রাব্বে গাফ্ফার, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী চেহারার দীদার দ্বারা নিজের চোখকে শীতল এবং অন্তরকে প্রশান্তি দেয় আর **প্রিয় নবী, মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চেহারার একটি ঝলক তাঁদের অন্তরের হাজারো সুখের আবেশ ছড়িয়ে দিতো।

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ রাসূলের যিয়ারতের সময় নিজের অবস্থার বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: اِنِّیْ اِذَا رَأَیْتُكَ طَابَتْ نَفْسِیْ وَ قَرَّتْ عَیْنِیْ অর্থাৎ যখন আমি **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত দ্বারা ধন্য হতাম, তখন অন্তর খুশিতে দুলতে থাকতো এবং আমার চোখ শীতল হয়ে যেতো। (মুসনাদের ইমাম আহমদ, ৩/১৫১, হাদীস নং-৭৯৩৭)

অনুরূপভাবে এক ব্যক্তি **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র খেদমতে উপস্থিত হয়ে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এমনভাবে দেখতে লাগলো যে, পলক পর্যন্ত ফেলছিলো না। **নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: এভাবে দেখার কারণ কি? আরয করলো: **আক্বা!** আমার পিতা মাতা আপনার প্রতি উৎসর্গিত! আপনার নূরানী চেহারার যিয়ারত দ্বারা (আমার অন্তর শীতল করছি) উৎফুল্লতা অনুভব করছি। (শিফা, আল ফচলুস সানী ফি সাওয়াবি মুহাব্বতিহি, ২/২০)

سُبْحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সৌন্দর্য্য ও লাবণ্যের প্রেমিক ছিলো যে, সর্বদা **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আলোকিত চেহারার নূরানী জলওয়ায় হারিয়ে যেতেন এবং **তাঁর** নূরানী চেহারার নূর

www.dawateislami.net

দ্বারা নিজের মন ও মননকে আলোকিত করতেন। **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সৌন্দর্য্য ও লাবণ্য এমন অতুলনীয় ছিলো যে, যারা দেখতো তারা শুধু দেখতেই থাকতো। **প্রিয় নবী**র চেহারাকে দেখে সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان **ইশ্‌কে রাসূলে** এমনভাবে গ্রেফতার হয়ে যেতো যে, কেউ চাঁদের সাথে তুলনা দিতো, কোন সাহাবার নিকট **তাঁর** চেহারা মোবারক চাঁদের চেয়েও বেশি সুন্দর মনে হতো, কেউবা সূর্যের সাথে তুলনা করতো, মোটকথা প্রত্যেক সাহাবী নিজ নিজ ভাষায় প্রেমের প্রকাশ করতে গিয়ে **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সৌন্দর্য্য ও লাবণ্য বর্ণনা করতেন।

আমার আক্বা, সায়্যিদী আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কলমও যখন প্রিয় মুস্তফার সৌন্দর্য্য ও লাবণ্যের বরকত নিতে নিজের আঁচলকে প্রসারিত করলো, তখন শব্দগুচ্ছ কিছুটা এরূপ সজ্জিত হয়েছিলো:

সরওয়ার কহোঁ কে মালিক ও মাওলা কহোঁ তুঝে, বা'গে খলীল কা গুলে যে'বা কাহোঁ তুঝে।
আল্লাহ্ রে তেরে জিসমে মুনাওয়ার কি তা'বিশে, এ্যয় জানে জাঁ মে জা'নে তাজাল্লা কাহোঁ তুঝে।
তেরে তু ওয়াসফ এ্যয়ব তানাহি সে হে বড়ী, হায়রাঁ হোঁ মেরে শাহ মে কিয়া কিয়া কাহোঁ তুঝে।
কেহলেগী সব কুচ উন কে সানা খোয়াঁ কি খা'মিশি, চুপ হো রাহা হে কেহ কে মে কিয়া কিয়া কহোঁ তুঝে।
লেকিন রযা নে খতমে সুখন ইস পে কর দিয়া, খালিক কা বান্দা খলক কা আক্বা কহোঁ তুঝে।

(হাদায়িকে বখশীশ, ১৭৪ পৃষ্ঠা)

হুসন ও জামালে মুস্তফা মারহাবা ছদ মারহাবা অও'জ ও কামালে মুস্তফা মারহাবা ছদ মারহাবা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন: "مَارَاَيْتُ شَيْئًا اَحْسَنَ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰه صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ كَاَنَّ الشَّمْسَ تَجْرِىْ عَلٰى وَجْهِهٖ" অর্থাৎ আমি **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চেয়ে বেশি সুন্দর আরব কাউকে দেখিনি, যেনো মনে হতো যে, সূর্য **তাঁর** চেহারায় প্রদক্ষিণ করছে।

(মিশকাত, কিতাবুল ফাযায়িল, বাবু ফাযায়িলে সায়্যিদীল মুরসালিন, ২/৩৬২, হাদীস নং-৫৭৯৫)

হযরত সায়্যিদুনা জাবের বিন সামুরা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন: একবার আমি **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে চাঁদনী রাতে লাল (ডোরা কাটা) জুব্বা পরিধান অবস্থায় দেখলাম, আমি কখনো চাঁদের দিতে তাকাচ্ছিলাম এবং কখনো **নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী চেহারার দিকে তাকাচ্ছিলাম, তখন আমার **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চেহারা চাঁদের চেয়ে বেশি সুন্দর লাগছিলো। **(তিরমিযী, কিতাবুল আদব, বাবু মা'জা ফির রুখচাতি ফি লিবাসি.., ৪/৩৭০, হাদীস নং-২৮২০)**

www.dawateislami.net

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেন: ঐ সকল ব্যক্তিত্বদের (সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان) দৃষ্টি সত্যদ্রষ্টা ছিলো। বাস্তবেই **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চেহারা চাঁদের চেয়েও অনেক বেশি সুন্দর। কেননা, চাঁদ শুধু রাতেই চমকায়, আর এই চেহারা দিন রাত সর্বদাই চমকায়, চাঁদ শুধু তিনটি রাতেই তার আসল রূপ নিয়ে চমকায়, আর এই চেহারা সর্বদাই প্রতিটি দিন প্রতিটি রাত চমকায়, চাঁদ শরীরের উপর চমকায়, আর এই চেহারা অন্তরের উপর চমকায়, চাঁদ শরীরকে আলোকিত করে আর এই চেহারা ঈমানকে আলোকিত করে, চাঁদ ছোট বড় হয়, আর এই চেহারা ছোট হওয়া থেকে নিরাপদ, চাঁদের গ্রহণ লাগে, আর এই চেহারায় কখনো গ্রহণ আসে না, চাঁদের সাথে শরীরিক ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত, আর **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে ঈমানের, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم চাঁদের চেয়ে বেশি সুন্দর হওয়া শুধু তাঁদের ভক্তিতেই নয়, বরং তা বাস্তবেই এরূপ, চাঁদ দেখে কেউ হাত কাটেনি, ইউসুফের সৌন্দর্য্য দেখে মিশরের মহিলারা নিজের হাত কেটে নিলো এবং ইউসুফের সৌন্দর্য্য থেকে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সৌন্দর্য্য অনেক গুণ বেশি, সুতরাং হযরত জাবির رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর বাণী একেবারেই সঠিক।

(মিরাতুল মানাজিহ, বাবু আসমাউন্নবী..., ফসলুস সানী, ৮/৬০)

হুসনে ইউসুফ পে কাটি মিসর মে আঙ্গুশতে যানাঁ,
সর কাটাতের হে তেরে না'ম পে মরদানে আরব। (হাদায়িকে বখশীশ, ৫৭ পৃষ্ঠা)

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: মিশরের মহিলারা যখন ইউসুফ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর সৌন্দর্য্য দেখলো, তখন বেহুশ হয়ে নিজেদের আঙ্গুল কেটে ফেললো। **হে আমার আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার সৌন্দর্য্য ও লাবণ্যের অবস্থা কিরূপ হবে, যখন আপনার নাম মোবারকই এমন যে, আরবে যুবকেরা আপনার নামেই নিজেদের মাথা কাটাচ্ছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত কাটাতেই থাকবে।

হুসন ও জামালে মুস্তফা মারহাবা ছদ মারহাবা **অও'জ ও কামালে মুস্তফা মারহাবা ছদ মারহাবা**
ইয ও জালালে মুস্তফা মারহাবা ছদ মারহাবা **আ'দত ও হিচালে মুস্তফা মারহাবা ছদ মারহাবা**
আযমত ও শানে মুস্তফা মারহাবা ছদ মারহাবা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

চৌদ্দ তারিখের রাতের চাঁদের ন্যায় চেহারা

একবার **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মদীনার বাগানে তাশরীফ নিয়ে গেলেন, সেখানে একটি কাফেলা **তাঁর** সামনে এসে পড়লো, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাসা করলেন: তোমরা এখানে কেন এসেছো? তারা বললো: আমরা এখানে খেজুর নিতে এসেছি, তাদের নিকট লাল উট ছিলো, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাসা করলেন: তোমরা এই উটটি আমার কাছে বিক্রি করবে? তারা বললো: জি হ্যাঁ! এতো সা' খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি করে দিবো, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: আমি এখানে উট কিনার নিয়্যতে তো আসিনি, তাই মূল্য সাথে আনিনি, আমি শহরে গিয়ে এর মূল্য পাঠিয়ে দিবো। (একথা বলে) **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উটের লাগাম ধরলো এবং চলতে লাগলো, কাফেলার সদস্যরা যতক্ষণ পর্যন্ত **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দেখা যাচ্ছিলো, ততক্ষণ দেখতেই রইলো, যখন **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাদের দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন, তখন তারা পরস্পর বলতে লাগলো যে, এটি আমরা কি করলাম, **আল্লাহ্**র শপথ! আমরা উটটি এমন একজনকে দিয়ে দিলাম **যাঁকে** আমরা চিনিও না এবং না **তাঁর** থেকে আমরা মূল্য আদায় করেছি। আমরা কথায় লিপ্ত ছিলাম আর সে লোক আমাদের উট নিয়ে গেলো। এমন সময় যে মহিলা তাদের সাথে ছিলো, সে বললো: **আল্লাহ্**র শপথ! আমি **তাঁর** চেহারা দেখেছি, **তাঁর** চেহারা চৌদ্দ তারিখ রাতের চাঁদের টুকরো ছিলো, اَنَا ضَامِنَةٌ لِثَمَنِ جَمَلِكُمْ আমি তোমাদের উটের জামিনদার, যদি **তিনি (হুযুর)** (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তাশরীফ নিয়ে না আসে তবে আমার থেকে মূল্য নিয়ে নিও। (দালাইলুন্নবুয়াতি লিল বায়হাকীম, ৫/৩৮১)

অনুরূপভাবে এক মহিলা, যার নাম ছিলো উম্মে মা'বাদ, **তিনি আক্বায়ে দু'আলম, নবীয়ে মুহতাশাম, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সৌন্দর্য্য ও লাবণ্যকে খুবই সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমি এমন একটি সত্বা দেখেছি, যাঁর সৌন্দর্য্য ছিলো প্রকাশ্য, **যাঁর** চেহারা সুন্দর এবং মোবারক গঠন খুবই উন্নত ছিলো, খবুই সুন্দর, খুবই চমৎকার ছিলো, চোখ কালো এবং বড়, পলক লম্বা, **তাঁর** আওয়াজ প্রতিধ্বনিত, ঘাঁড় উজ্জল, আর দাঁড়ি মোবারক ঘন ছিলো। উভয় ভ্রু চিকন এবং মিলিত ছিলো। **তাঁর** মোবারক দৈর্ঘ্যও ছিলো মধ্যম, এমন বেশি লম্বা ছিলেন না যে দেখে খারাপ লাগবে, আর না এতো খাটো ছিলেন যে, দেখে নগন্য মনে হবে, দূর

www.dawateislami.net

থেকে দেখলে খুবই প্রভাবময় এবং সুন্দর ও লাবণ্যময় দেখা যেতো আর যখন কাছ থেকে দেখা হতো তখন এর চেয়েও অনেক বেশি সুদর্শন ও সুন্দর দেখা যেতো।

(সবলূল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৩/২৪৪)

হুসন ও জামালে মুস্তফা মারহাবা ছদ মারহাবা অও'জ ও কামালে মুস্তফা মারহাবা ছদ মারহাবা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

سُبْحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! **আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তায়ালা আপন মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কিরূপ অশেষ এবং উন্নত সৌন্দর্য্য এবং লাবণ্য দান করেছেন যে, প্রত্যক্ষদর্শীরা শুধু তাকিয়েই থাকতো। মনে রাখবেন! **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আকৃতির পাশাপাশি চরিত্রেও **তাঁর** মতো কেউ ছিলো না। অনেক লোক এমন হয় যে, যদি তাদের সাথে কুশল বিনিময় পর্যন্ত সম্পর্ক হয়, তবে তাদের খুবই নেককার এবং উত্তম চরিত্রের মনে হয়, কিন্তু যখন তাদের সাথে লেনদেন করা হয় বা আত্মীয়তার সম্পর্ক করা হয়, তবে তাদের প্রকৃত অবস্থা জানা যায় যে, কতটুকু নেক এবং কিরূপ চরিত্রবান, কিন্তু **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিষয় এমন ছিলো না, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তো পরিপূর্ণ উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন, শিশু হোক বা বড়, পুরুষ হোক বা মহিলা, বৃদ্ধ হোক বা যুবক, মালিক হোক বা গোলাম সবার সাথেই আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আচরণ এতোই উন্নত হতো যে, লোকেরা প্রভাবিত হয়ে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রশংসা করতো, **তাঁর** সৎচরিত্রের প্রতি প্রভাবিত (Impressed) হয়ে অপরিচিতরাও আপনজন মনে করতো, যারা **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর থেকে দূরে থাকতো তারাও **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সাদিক ও আমীন (সত্যবাদী ও আমানতদার) বলতো, যারা **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে লেনদেন করতো এবং অমুসলিম হতো, তারাও **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আচরণে প্রভাবিত হয়ে মুসলমান হয়ে যেতো এবং লেনদেনকারী মুসলমান হতো তবে, তাদের ঈমান সতেজ হয়ে যেতো এবং তারা **তাঁর** নামে নিজের প্রাণও উৎসর্গ করে দিতে কুণ্ঠিত হতেন না।

সরকশ জু থে কা'য়েল হোয়ে দুশমন জু থে মা'য়িল হোয়ে
মাসহুদ কুন হে কিস কদর ইয়া মুস্তফা লেহজা তেরা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আমরা চিন্তা করি, তবে আমাদের পরিবার, প্রতিবেশী এবং আত্মীয় স্বজনরা অসন্তুষ্ট দেখা যাবে, আমাদের সাথে লেনদেন, কাজকর্ম এবং অন্যান্য বিষয়ের ব্যাপারে ভয় করে, এরূপ কেন? তবে আমরা অসৎ চরিত্র, অহঙ্কার, কথায় কথায় ঝগড়া করার মতো মন্দ অভ্যাসে গ্রেফতার নইতো? সুতরাং যখনই কারো সাথে কোন বিষয়ে সম্পৃক্ততা হলে, তবে আমাদের চেষ্টা এটাই হওয়া উচিৎ যে, তাদের সাথে সদাচরণ করা। কেননা, সদাচরণ খুবই সুন্দর এবং উন্নত গুণাবলী, যার কারণে পরও আপন হয়ে যায়, সদাচরন দ্বারা অমুসলিমও (Non-muslim) মুসলমান হয়ে যেতো, সৎচরিত্রবানকে সমাজে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হয়। **আল্লাহ্ তায়ালা** আমাদেরও সৎ চরিত্রের দৌলত দ্বারা সম্পদশালী করুক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

১২টি মাদানী কাজের একটি "প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে **আমাদের প্রিয় আক্বা, হাবীবে কিবরিয়া, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সৌন্দর্য্য ও লাবণ্য অতুলনীয় ছিলো, **তাঁর** মোবারক আকৃতির পাশাপাশি **তাঁর** পবিত্র চরিত্রেও **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ছাড়া আর দ্বিতীয় কেউ নেই, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সম্পর্কে এরূপ মনমুগ্ধকর বিষয় জানতে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগাতে **১২**টি মাদানী কাজে অংশগ্রহণ করুন। **১২**টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি হচ্ছে **"প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা"**। ❀ اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**র বরকতে কোরআনে পাক সঠিকভাবে তিলাওয়াত করা নসীব হয়। ❀ **প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা** নামায, ওযু এবং গোসল ইত্যাদির প্রয়োজনীয় বিধানাবলী শেখার উত্তম উপায়। ❀ **প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**য় উপস্থিতির বরকতে উত্তম সহচর্য অর্জিত হয়। ❀ **প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**র বরকতে কোরআনে করীম শুনার সৌভাগ্য অর্জিত হয়। ❀ **প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**র বরকতে ইলমে দ্বীনর দৌলত নসীব হয়। ❀ **প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**র বরকতে মসজিদে বসার সাওয়াব অর্জিত হয়। ❀ **প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**র বরকতে মাদানী ইনআমাতের উপর আমলের প্রেরণা অর্জিত হয়।

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি যখন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আশিকানে রাসূলের সহচর্যে **প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**য় কোরআনে করীম শিখতে আসে এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজে অংশগ্রহণ করে তখন اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ তাদের মাঝে মাদানী রঙ ছড়িয়ে যায়। আসুন! এর একটি ঈমান তাজাকারী মাদানী বাহার প্রত্যক্ষ করি এবং দূলে উঠি:

কু-দৃষ্টির অভ্যাস থেকে মুক্তি পেয়ে গেলো

বাবুল মদীনার (করাচী) একজন স্থানীয় ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারমর্ম হচ্ছে: **দাওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে আমি সিনেমা নাটক দেখতাম গান বাজনা শুনতাম এবং কুদৃষ্টির অভ্যাস ছিলো আর নিয়মিত নামাযেরও মানসিকতা ছিলো না। ঘটনাক্রমে একবার আমার সাক্ষাৎ সাদা পোষাক পরিহিত সবুজ পাগড়ী সজ্জিত একজন ইসলামী ভাইয়ের সাথে হলো, তিনি ইনফিরাদী কৌশিশ করে আমাকে **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**য় অংশগ্রহনের দাওয়াত দিলো, আমিও দাওয়াত গ্রহণ করে **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**য় পড়তে শুরু করলাম, اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**র বরকতে সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করা আমার অভ্যাসে পরিনত হলো, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মুরীদও হয়ে গেলাম। নামায এবং মসজিদে দরস প্রদানকারী হয়ে গেলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ এখন আমি সিনেমা, নাটক, গান বাজনা, কুদৃষ্টি দেয়া ইত্যাদি গুনাহ ছেড়ে দিয়েছি এবং নিজের পরিবারের সদস্যদের উপরও ইনফিরাদী কৌশিশ করে তাদেরও নামাযী বানানোর চেষ্টা করছি।

আগর সুন্নাতঁ সিখনে কা হে জযবা,
তুম আ'যাও দেগা সিখা মাদানী মাহোল।
বুরে সোহবতোঁ সে কানারা কাশী করকে,
আচ্ছোঁ কে পাস আ'কে পা মাদানী মাহোল।
সনওয়ার জায়ে গী আখিরাত اِنْ شَآءَالله ,
তুম আপনায়ে রাখো সদা মাদানী মাহোল।
গর আয়ে শরাবী মিঠে হার খারাবী,
ছড়ায়ে গা এ্যয়সা নাশা মাদানী মাহোল।
দোয়া হে ইয়ে তুঝ সে দিল এ্যয়সা লাগা দেয়,
না ছুটে কাভী ভি খোদা মাদানী মাহোল।
গুনাহগারো আ'ও সীয়াকারো আ'ও,
গুনাহোঁ কো দেয়গা ছুড়া মাদানী মাহোল।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৪৬-৬৪৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সৌন্দর্য্য ও লাবণ্য এবং গুণাবলী ও উৎকর্ষতায় **নবীয়ে আখিরুজ্জামান, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তুলনায় কেউ নাই। মুহাদ্দীসিনে কিরামগণ নিজ নিজ পদ্ধতিতে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অঙ্গ মোবারকের সৌন্দর্য্য ও লাবণ্যময়তাকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সৌন্দর্য্য ও লাবণ্য এবং গুণাবলী ও উৎকর্ষতাকে যথার্থভাবে বর্ণনা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু নিজের অন্তর **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইশ্‌ক বৃদ্ধি করতে এবং **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কল্যাণময় আলোচনা থেকে বরকত (Blessing) অর্জনের জন্য **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কয়েকটি মোবারক অঙ্গের সৌন্দর্য্য ও লাবণ্যের আলোচনা শুনে নিজেদের নাম **মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আলোচনাকারীদের তালিকায় লেখাতে পারবো। যেমন **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী চেহারা কেমন ছিলো? **তাঁর মোবারক** চোখ কিরূপ ছিলো? **তাঁর** কপাল মোবারক, **তাঁর** কান মোবারক কেমন ছিলো? **তাঁর** মোবারক গাল কিরূপ সুন্দর ছিলো। আসুন! সর্বপ্রথম চেহারায়ে আনওয়ারের নূরানী জলওয়ার ঝলক প্রত্যক্ষ করি।

চেহারা মোবারক

হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক চেহারা থেকে সর্বদা নূর ও তাজাল্লীর বর্ষন হতো, অন্ধকারের কালো মেঘ দূর হয়ে যেতো, যেমনটি

হারানো সুই পাওয়া যেতো তোমার মুচকি হাসির বিনিময়ে

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا সেহেরীর সময় কিছু সেলাই করছিলেন, হঠাৎ হাত থেকে সুই পড়ে গেলো এবং প্রদীপও (Lamp) নিভে গেলো। এমন সময় **রহমতে আলম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাশরীফ নিয়ে এলেন। **তাঁর** নূরানী চেহারার আলোয় পুরো ঘর আলোকিত হয়ে গেলো এমনকি সুইও পেয়ে গেলো। উম্মুল মু'মিনিন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার চেহারা কতইনা আলোকিত। **মদীনার তাজেদার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: وَيْلٌ لِّمَنْ لَّا يَرَانِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۔ অর্থাৎ সেই লোকের জন্য ধ্বংস, যে আমাকে কিয়ামতের দিন দেখতে পারবে না। আরয করলেন: তারা কারা? যারা আপনাকে কিয়ামতের দিন দেখতে পারবে না। ইরশাদ

www.dawateislami.net

করলেন: তারা হচ্ছে কৃপণ। জিজ্ঞাসা করলেন: কৃপণ কারা? ইরশাদ করলেন: اَلَّذِیْ لَا یُصَلِّیْ عَلَیَّ اِذْ سَمِعَ بِاِسْمِیْ. যে আমার নাম শুনলো এবং আমার প্রতি দরূদ পাক পাঠ করলো না। (আল কওলুল বদী, আল বাবুস সালেস ফিত তাহযীর মিন তরকীস সালাত.., ৩০২ পৃষ্ঠা)

সু'যানে গুমশুদা মিলতী হে তাবাস্‌সুম সে তেরে, শাম কো সুবহ্ বানাতা হে উজালা তেরা।

(যওকে না'ত, ১৬ পৃষ্ঠা)

হুসন ও জামালে মুস্তফা মারহাবা ছদ মারহাবা অও'জ ও কামালে মুস্তফা মারহাবা ছদ মারহাবা
ইয ও জালালে মুস্তফা মারহাবা ছদ মারহাবা আ'দত ও হিচালে মুস্তফা মারহাবা ছদ মারহাবা
আযমত ও শানে মুস্তফা মারহাবা ছদ মারহাবা

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

চক্ষু মোবারক

রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মোবারক চোখ দু'টি বড় এবং কুদরতি ভাবে সুরমা লাগানো আর পলকগুলো বিস্তৃত ছিলো। চোখের সাদা অংশে সুক্ষ্ম লাল রেখা ছিলো। (সীরাতে রাসূলে আরবী, ২৫১ পৃষ্ঠা) **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم যে ব্যক্তির প্রতি এই মোবারক চোখ দ্বারা দৃষ্টি প্রদান করে দিতেন, তবে তার ঘুমন্ত ভাগ্য জাগিয়ে দিতেন। যেমনটি

যখন তাঁর চক্ষুদ্বয় রহমতের জোশে এসে যায়

হযরত সায়্যিদুনা শায়বা বিন ওসমান رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ তাঁর ঈমান গ্রহণের ঘটনা বর্ণনা করে বলেন: যখন **নবী করীম** (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) হুনাইনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন, তখন আমার স্মরণ এলো যে, আমার পিতা এবং চাচাকে হযরত আলী ও হযরত হামযা (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا) হত্যা করে দিয়েছিলো, কেনইবা আজ আমি তাদের প্রতিশোধ নিয়ে তাঁদের **নবী** (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) কে শহীদ করবো না, এই উদ্দেশ্যে আমি **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকটবর্তী হলাম এবং আমি হামলা করতেই উদ্ধত হলাম যে, আগুনের শিখা (Flame) বিদ্যুতের ন্যায় আমার দিকে আসতে লাগলো, যার কারণে আমি ভীত হয়ে পেছনের দিকে পালিয়ে গেলাম, এমন সময় **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দৃষ্টি আমার উপর পড়লো এবং ইরশাদ করলেন: হে শায়বা! অতঃপর **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আপন মোবারক হাত আমার বুকে রাখলেন, তখন **আল্লাহ্ তায়ালা** শয়তানকে আমার অন্তর থেকে বের করে দিলেন এবং আমি **হুযুর**

www.dawateislami.net

صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র চেহারার দিকে দৃষ্টি করলাম, তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে আমার নিজের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তির চেয়েও বেশি প্রিয় লাগতে লাগলো। (দালায়িলুন নবুয়াত লিআবী নাঈম, ১/১১২, নম্বর-১৪৪)

জিস তরফ উঠ গেয়ী দম মে দম আ'গেয়া, উস নিগাহে উনায়ত পে লাখো সালাম।
হুসন ও জামালে মুস্তফা মারহাবা ছদ মারহাবা অও'জ ও কামালে মুস্তফা মারহাবা ছদ মারহাবা
ইয ও জালালে মুস্তফা মারহাবা ছদ মারহাবা আ'দত ও হিচালে মুস্তফা মারহাবা ছদ মারহাবা
আযমত ও শানে মুস্তফা মারহাবা ছদ মারহাবা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ভ্রু মোবারক

হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভ্রুদ্বয় বিস্তৃত এবং চিকন ছিলো, আর উভয় ভ্রু পরস্পর এভাবে সম্পৃক্ত ছিলো যে, দূর থেকে দেখলে মিলিত মনে হতো। হযরত হিন্দা বিন আবী হা'লা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন যে, উভয় ভ্রুর মাঝখানে একটি শিরা ছিলো, যা জালালী অবস্থায় ফুলে যেতো।

(আশ শামাইলে মুহাম্মদীয়া লিত তিরমিযী, ২২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৭)

জিন কে সিজদে কো মেহরাবে কা'বা ঝুকি উন বুয়ুঁ কি লাতাফত পে লাখো সালাম

(হাদায়িকে বখশীশ, ৩০০ পৃষ্ঠা)

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন এই জগৎকে আপন বরকতময় আগমন দ্বারা সৌন্দর্য্য প্রদান করেছেন এবং **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সৌভাগ্যময় শুভাগমন হলো, তখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজেই তো সিজদায় পড়ে **আল্লাহ্ তায়ালার** দরবারে নিজের উম্মতের জন্য দোয়া করছিলেন এবং পবিত্র কা'বা **তাঁর** দিকে ঝুকে **তাঁরই** নূরানী সুগন্ধির অনুভূতি ও সংবেদনশীলতাকে সালাম পেশ করছিলো।

নাক মোবারক

হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাক মোবারক সুন্দর এবং বিস্তৃত ছিলো আর মাঝখানে সামান্য উত্থিত ও সুস্পষ্ট ছিলো আর নাকের হাঁড়ে একটি নূর দীপ্তমান ছিলো। যে ব্যক্তি গভীর ভাবে দেখতো না, তবে তার মনে হতো যে, উঁচু হয়ে আছে, অথচ উঁচু ছিলো না। উঁচুতো সেই নূরটি ছিলো যা এটাকে ঘিরে রেখেছিলো। (আশ শামাইলে মুহাম্মদীয়া,লিত তিরমিযী, বাবু মা'জা ফি খালকি রাসূলিল্লাহ্, ২২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৭)

www.dawateislami.net

বি'নী পুর নূর পর রুখশাঁ হে বুক্কা নূর কা হে লিওয়াউল হামদ পর উড়তা পরেরা নূর কা

(হাদায়িকে বখশীশ, ২৪৩ পৃষ্ঠা)

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী নাক মোবারকে সর্বদা এমনভাবে নূর চমকাতে থাকে যে, এমন লাগতো, যেনো লিওয়াউল হামদ (কিয়ামতের দিন **আল্লাহ্ তায়ালার** প্রশংসার পতাকা, যা **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হাতে থাকবে) এর পতাকা উড়ছে। (শরহে হাদায়িকে বখশীশ, ৭১০ পৃষ্ঠা)

হুসন ও জামালে মুস্তফা মারহাবা ছদ মারহাবা অও'জ ও কামালে মুস্তফা মারহাবা ছদ মারহাবা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

কপাল মোবারক

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কপাল মোবারক প্রশস্ত ছিলো এবং প্রদীপের মতো উজ্জ্বল ছিলো। এজন্য হযরত হাস্‌সান বিন সাবিত رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন:

مَتٰى يَبْدُ فِى اللَّيْلِ الْبَهِيْمِ جَبِيْنُهٗ يَلُحْ مِثْلَ مِصْبَاحِ الدُّجٰى الْمُتَوَقِّدِ

অর্থাৎ যখন অন্ধকার রাতে **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কপাল মোবারক প্রকাশ পেতো, তখন অন্ধকারে প্রজ্জ্বলিত প্রদীপের মতো জ্বলতো।

(শরহে যুরকানী আলাল মাওয়াহিব, ৫ম খন্ড, ২৭৮ পৃষ্ঠা)

আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন:

জিস কে মা'থে শাফায়াত কা সেহরা রাহা উস জা'বিনে সা'আদত পে লাখো সালাম

(হাদায়িকে বখশিশ, ৩০০ পৃষ্ঠা)

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: যখন হাশর প্রতিষ্ঠিত হবে এবং নফসি নফসির অবস্থা চলবে, কেউ কারো কুশল বিনিময়কারী হবে না তখন শাফায়াতের মুকুট **আমাদের আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মাথায় শোভা পাবে। তবে কেনইবা **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সৌভাগ্যময় কপালকে লাখো বার দরূদ ও সালাম ভালবাসার সহিত পেশ করবো না, যার কারণে আমাদের এখানেও ভাগ্য সুপ্রসন্ন হচ্ছে এবং সেখানেও হবে।

হুসন ও জামালে মুস্তফা মারহাবা ছদ মারহাবা অও'জ ও কামালে মুস্তফা মারহাবা ছদ মারহাবা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

থুথু মোবারক

হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর থুথু মোবারক সুগন্ধিময় এবং খুবই সুবাসিত ছিলো, যদি কোন দুঃখ পীড়িত এর বরকত অর্জন করতো, তবে তার দুঃখ খুশিতে পরিবর্তন হয়ে যেতো, কারো শরীরের যে অংশেই লেগে যেতো, তবে সেই অংশ সুগন্ধ হয়ে যেতো, যদি কোন আঘাতপ্রাপ্ত এবং রোগাক্রান্ত ব্যক্তি থুথু মোবারক ব্যবহার করতো তবে আরোগ্য লাভ করতো। যেমনটি-

হযরত সায়্যিদুনা সাহাল বিন সা'আদ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **হুযুর নবীয়ে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم খায়বরের দিন ইরশাদ করেন: "আমি এই পতাকা কাল এমন একজন ব্যক্তিকে দিবো, যার হাতে **আল্লাহ্ তায়ালা** বিজয় দান করবেন, সে **আল্লাহ্ তায়ালা** এবং **তাঁর রাসূল** (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে ভালবাসে আর **আল্লাহ্ তায়ালা** ও **তাঁর রাসূল** (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তাকে ভালবাসে।" বর্ণনাকারী বলেন: "সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان সেই রাত খুবই অস্থিরতায় কাটালেন যে, কোন সৌভাগ্যবানকে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পতাকা দান করবেন?" সকালে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাসা করলেন: "আলী বিন আবী তালিব (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ) কোথায়?" সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: "**ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! তিনি চোখের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছেন।" ইরশাদ করলেন: "তাকে আমার নিকট নিয়ে এসো!" সুতরাং হযরত আলী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ যখন খেদমতে উপস্থিত হলেন তখন **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর চোখে আপন থুথু মোবারক (Blessed Saliva) লাগালেন এবং তাঁর জন্য দোয়া করলেন। এর বরকতে তাঁর চোখ সাথেসাথেই ভাল হয়ে গেলো এবং এমনভাবে ভাল হলো যেনো কোনদিন চোখের ব্যথাই ছিলোই না। **(সহীহ মুসলিম, কিতাবু ফাযায়িলুস সাহাবা, ১০০৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৬২২৩)**

জিচ কে পানি চে শা'দাব জান ও জিনাঁ উস্ দাহান কি তারাওয়াত পে লাখো সালাম
(হাদায়িকে বখশীশ, ৩০২ পৃষ্ঠা)

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: আল্লাহ্ তায়ালার প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র থুথু মোবারক জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ঝর্ণাধারাও এবং এই থুথুর সজীবতা মন ও প্রাণের জন্য প্রশান্তি ও আরাম এবং সতেজতারও মাধ্যম। আমি আমার **আক্বা** (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর থুথু মোবারকের সজীবতার প্রতিও লাখো সালাম প্রেরণ করছি।

www.dawateislami.net

হুসন ও জামালে মুস্তফা মারহাবা ছদ মারহাবা অও'জ ও কামালে মুস্তফা মারহাবা ছদ মারহাবা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হাত মোবারক

রহমতে আলম, নূরে মুজাসসাম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাহু এবং তালূ মাংসল ছিলো। হাতের কব্জি লম্বা, হাতের পিষ্টদেশ প্রশস্থ এবং আঙ্গুল লম্বা ছিলো। **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আঙ্গুল যেনো রূপার শাখা ছিলো। মোবারক হাতের তালু রেশমের চেয়ে বেশি নরম (Soft) ছিলো এবং আতর বিক্রেতাদের হাতের ন্যায় সুবাস ছড়াতো, যদিওবা **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আতর লাগাতেন বা না লাগাতেন। যে ব্যক্তিই **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে মুসাফাহা করে নিতেন, তিনি সারা দিন নিজের হাত থেকে সুগন্ধ পেতেন এবং **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কোন শিশুর মাথায় রহমতের হাত বুলালে, তার মাথা থেকে সুগন্ধী আসার কারণে অন্যান্য শিশুদের মাঝে চিনে নেয়া যেতো। (ইহইয়াউল উলুম, ২/১৩২৫) যে জিনিষের সাথে **তাঁর মোবারক** হাত লেগে যেতো, সেই জিনিষ অনেকদিন পর্যন্ত সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان সংরক্ষণ করে রাখতো। যেমনটি

হযরত সায়্যিদুনা জাবির رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: হুদায়বিয়ার দিন আমাদের পিপাসা লাগলো, অথচ আমাদের পানি শেষ হয়ে গিয়েছিলো, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: কি হলো? লোকেরা আরয করলো: আমাদের কাছে পান করার এবং ওযু করার জন্য পানি নেই, সেই সময় **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট একটি পাত্রে একটি বদনা পরিমাণ পানি ছিলো, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের পবিত্র হাত এই পাত্রে রাখলেন, তখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক আঙ্গুল থেকে পানির ঝর্ণা (Springs) প্রবাহিত হলো, আমরা সবাই তা থেকে পানি পান করলাম এবং ওযু করলাম। হযরত জা'বির رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ কে জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনারা তখন কতজন ছিলেন, বললেন: পনেরশত লোক ছিলাম, আমরা যদি এক লক্ষ মানুষও হতাম তবে সেই পানি আমাদের জন্য যথেষ্ট হতো।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, ২/৪৯৩, হাদীস নং-৩৫৭৬)

উঙ্গলিয়া হে ফয়য পর টুটে হে পিয়াস চে ঝুম কর,
নদীয়াঁ পঞ্জ আ'ব রহমত কি হে জারি ওয়াহ ওয়াহ।

www.dawateislami.net

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় যখন পানি শেষ হয়ে গিয়েছিলো, তখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের মুজিযার শান এভাবে প্রদর্শন করলেন যে, একটি পাত্রে পবিত্র হাত রাখতেই, **তাঁর** ফয়যপূর্ণ আঙ্গুল থেকে ঝর্ণা প্রবাহিত হয়ে গেলো, সাহাবায়ে কিরাম নিজেদের পিপাসা নিবারন করার জন্য ঝাপিয়ে পড়লেন, সবাই পরিতৃপ্ত হয়ে পান করলেন এবং নিজেদের বাহনকেও পান করালেন, আর এই পানি **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শরীরের সুগন্ধে সুবাসিত ছিলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

পা মোবারক

হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উভয় পা মোবারক মাংসল এবং এমন সুন্দর ছিলো যে, যা কারো ছিলোনা আর এমন নরম ও পরিস্কার ছিলো যে, এতে সামান্য পরিমাণ পানিও আটকাতো না বরং সাথে সাথেই বয়ে যেতো, যে বস্তুর সাথে লেগে যেতো, সেই বস্তু বরকতময় হয়ে যেতো, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন পাথরের (Stone) উপর হাটতেন তখন তা নরম হয়ে যেতো, যেনো **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অতি সহজে এর উপর দিয়ে চলে যেতে পারেন এবং যখন বালিতে হাটতেন, তখন তাতে পা মোবারকের চিহ্ন হতো না। (সীরাতে রাসূলে আরবী, ২৭৬ পৃষ্ঠা)

গোরে গোরে পা'ওঁ চমকা দো খোদা কে ওয়াস্তে,　　নূর কা তড়কা হো পেয়ারে গোর কি শব তার হে।
(হাদায়িকে বখশীশ, ১৭৭ পৃষ্ঠা)

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: হে আমার প্রিয় রাসূল صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! **আল্লাহ্ তায়ালার** জন্যই আপনার ফর্সা ফর্সা এবং নূরানী কদম আমার অন্ধকার করবে রেখে আমার কবরের অন্ধকার রাতকে নূরানী সকাল বানিয়ে দিন! যেনো আমার ভয় দূর হয়ে যায় এবং ফিরিশতাদের প্রশ্নের সহজভাবে উত্তর দিতে পারি।

হুসন ও জামালে মুস্তফা মারহাবা ছদ মারহাবা　　অও'জ ও কামালে মুস্তফা মারহাবা ছদ মারহাবা
ইয ও জালালে মুস্তফা মারহাবা ছদ মারহাবা　　আ'দত ও হিচালে মুস্তফা মারহাবা ছদ মারহাবা
আযমত ও শানে মুস্তফা মারহাবা ছদ মারহাবা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হযরত সায়্যিদাতুনা মাইমুনা বিনতে কারদম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পা মোবারকের সৌন্দর্য্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: আমি

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে মক্কায় উটনিতে আরোহন করা অবস্থায় দেখলাম, সেই সময় আমি আমার পিতার সাথে ছিলাম, আমার পিতা **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট গিয়ে কদম মোবারক ধরে ফেললেন। হযরত মায়মুনা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا বলেন: فَمَا نَسِيتُ فِيمَا نَسِيتُ طُولَ اُصْبُعِ قَدَمِهِ السَّبَّابَةِ عَلَى سَائِرِ اَصَابِعِهٖ - আমি অনেক কথা ভূলে গেছি, কিন্তু এই কথাটি ভূলতে পারিনি যে, **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলীর পাশের আঙ্গুল (সৌন্দর্য্য ও লাবণ্যে) অন্যান্য আঙ্গলের চেয়ে লম্বা ছিলো। (মুসনাদে ইমাম আহমদ, হাদীসে মাইমুনা বিনতে কারদম, ১০ম খন্ড, ৩০১ পৃষ্ঠা)

হুসন ও জামালে মুস্তফা মারহাবা ছদ মারহাবা
অও'জ ও কামালে মুস্তফা মারহাবা ছদ মারহাবা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

"সীরাতে মুস্তফা" এবং "সীরাতে রাসূলে আরবী" এর পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সরওয়ারে নামদার, দো'আলমের মালিক ও মুখতার صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ফযিলত ও উৎকর্ষতা এবং **তাঁর** শৈশব সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত দু'টি কিতাব **"সীরাতে মুস্তফা** এবং **সীরাতে রাসূলে আরবী"** এর অধ্যয়ন অতিশয় উপকারী। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ এই দু'টি কিতাবে নবুয়ত প্রকাশ এবং হিজরত পূর্ব ও পরের ঘটনাবলী, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতা, শৈশব এবং বংশীয় অবস্থা, জিহাদের ঘটনাবলী ছাড়াও জড় বস্তু, গাছ-গাছালি, পশু-পাখি, জ্বিন ইত্যাদি সম্পর্কীত মুজিযা সমূহকেও অত্যন্ত উত্তম রূপে বর্ণনা করো হয়েছে। সুতরাং আজই এই কিতাব দু'টি মাকতাবাতুল মদীনা থেকে উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করুন এবং তা অধ্যয়ন করুন আর অন্যান্য ইসলামী ভাইদেরও এর উৎসাহ প্রদান করুন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকে এই দু'টি কিতাব পড়তে পারবেন, ডাউনলোড (Download) ও প্রিন্ট আউট (Print Out)ও করতে পারবেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের **আক্বা, প্রিয় মুস্তফা, সায়্যিদিল আম্বিয়া, হাবীবে খোদা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সৌন্দর্য্য ও লাবণ্যের, তাঁর আলোকিত চেহারা কি অপূর্ব শান যে, দূরদূরান্ত থেকে লোকেরা দীদারের জন্য আসতো এবং ইসলামের ছায়াতলে সম্পৃক্ত হয়ে যেতো, **আল্লাহ্ তায়ালা হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সত্বার জন্যই সমগ্র জগৎকে সম্মানিত করেছেন এবং **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সৌন্দর্য্য ও লাবণ্য থেকে পুরো দুনিয়াকে সশোভিত করেছেন, তাইতো আজ **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক নূর সারা দুনিয়ায় চমকাচ্ছে, **আল্লাহ্ তায়ালা হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুবাসে পুরো জগতকে সুবাসিত করে দিয়েছেন, একটু ভাবুন তো! যেই **আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সৌন্দর্য্য ও লাবণ্যের এই অবস্থা, তবে সেই পবিত্র সত্বার অবস্থা কিরূপ হবে, কিন্তু আফসোস! যেই **আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সৌন্দর্য্য ও লাবণ্যের আলোচনা শুনার জন্য আমরা মাহফিল সাজাই, **মারহাবা ইয়া মুস্তফা**র শ্লোগানে মুখরিত করি, তবে কি এই **আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণীকে ছেড়ে আমরা অমুসলিমদের অনুসরন করবো? তবে কি সুন্নাতের পোষাক ছেড়ে নিত্য নতুন ফ্যাশনকে (Fashion) অনুসরন করবো? তবে কি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চোখের শীতলতা নামাযকে ছেড়ে দিবো? তবে কি আমরা দাঁড়ি শরীফ সাজানোর পরিবর্তে দাঁড়ি মুন্ডন করবো? **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই প্রিয় সুন্নাতটি কি আবর্জনার স্তুপে ভাসিয়ে দেবো? এখনো কি পিতামাতার অবাধ্যতা এবং আত্মীয় স্বজনদের সাথে অসদাচরণ করবো? এখনো কি সিনেমা নাটক, গান বাজনা এবং অন্যান্য শরীয়ত বিরোধী কাজে নিজের জীবনকে নষ্ট করবো? এটাই কি রাসূলের প্রতি ভালবাসার দাবি? আমাদের তো সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان পদাঙ্ক অনুসরন করে **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য করা উচিৎ, যে কাজ থেকে বিরত থাকা আদেশ দিয়েছেন, তার নিকটেও না যাওয়া উচিৎ এবং যে কাজ করার আদেশ দিয়েছেন, সেকাজ করাতে কখনোই দেরী করা উচিৎ নয়। কেননা, একজন মুসলমানের জন্য **আল্লাহ্ তায়ালা** এবং **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য করা ওয়াজিব, যেমনটি ৯ম পারায় সূরা আনফালের প্রথম আয়াতে **আল্লাহ্ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

www.dawateislami.net

وَ اَطِیْعُوا اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ ۝۱

(পারা ৯, সূরা আনফাল, আয়াত ১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আর **আল্লাহ্** ও রাসূলের নির্দেশ পালন করো, যদি ঈমান রাখো'।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই জন্যই আমাদের উচিৎ যে, আমরাও সর্বাবস্থায় **আল্লাহ্ তায়ালা** এবং **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য করি এবং **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের উপর দৃঢ়ভাবে আমল করে জীবন অতিবাহিত করি। কেননা, এটাই আমাদের মুক্তির (Salvation) উপায়। আসুন! এপ্রসঙ্গে দু'টি **মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী শ্রবণ করি:

১. ইরশাদ হচ্ছে: مَنْ اَطَاعَنِیْ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَ مَنْ عَصَانِیْ فَقَدْ اَبٰی অর্থাৎ যে আমার আদেশ মানলো, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং যে আমার অবাধ্যতা করলো, সে অস্বীকারকারী হয়ে গেলো। (বুখারী, ৪/৪৯৯, হাদীস নং-৭২৮০)

২. ইরশাদ হচ্ছে: তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত (পরিপূর্ণ) মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষন পর্যন্ত তার চাহিদা আমার আনিত বিষয়ের অনুযায়ী হয়ে না যায়।

(মিশকাতুল মাসাবিহ, কিতাবুল ঈমান, ১ম খন্ড, ৫৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৬৭)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো **রাসূলের** আনুগত্য জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যম, মনে রাখবেন! আনুগত্যে ঐ সকল কাজ অন্তর্ভূক্ত, যা থেকে বিরত থাকার আদেশ রয়েছে (তবে তা থেকে বিরত থাকাই আনুগত্য) এবং ঐ সকল কাজ অন্তর্ভূক্ত, যা করার আদেশ দেয়া হয়েছে, যেমন; নামায আদায় করা এবং অন্যান্য নেক কাজ করা আবশ্যক, অনুরূপভাবে মিথ্যা, গীবত, চুগলী ইত্যাদি গুনাহ থেকে বিরত থাকাও আবশ্যক। কিন্তু আফসোস! আজকাল অনেক মূর্খ মুসলমান শুধুমাত্র নামেই রয়ে গেছে, না চরিত্রে (Character) ইসলামের কোন চিহ্ন দেখা যায়, না আচার আচরণে **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আচার আচরণের কোন ঝলক দেখা যায়, দূর্ভাগ্যজনক ভাবে গুনাহে একে অপরকে সাহায্য তো করে থাকে কিন্তু নেকীর কাজে অভিশপ্ত শয়তান প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে দেয়, ঝগড়া বিবাদ প্রসারিত হচ্ছে, সুন্নাতকে উপহাস করা হচ্ছে, না বাপ ছেলের মাঝে সম্মানের তারতম্য রয়েছে, না মা মেয়ের মাঝে সম্মান রয়েছে। যেদিকেই তাকাই চারিদিকে আমলহীনতা, বিপদগামীতা এবং সুন্নাতের বিরোধীতার হৃদয় জ্বালানো দৃশ্য। মুখে **রাসূলের**

www.dawateislami.net

ভালবাসার দাবীকারী মূর্খদের আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা মাদানী আঘাত করে বুঝাতে গিয়ে তাঁর না'ত সমগ্র "ওয়াসায়িলে বখশীশ" এ কিছুটা এভাবে বলেন:

বে নামাযী রাহে কুছ না রোযা রাখেঁ — উন কো কিস নে কাহাঁ? আশিকানে রাসূল
আলিমুঁ পর হাসেঁ, পাবতিয়াঁ ভি কাসেঁ — উন কো কিস নে কাহাঁ? আশিকানে রাসূল
জু কেহ গানে সুনে, ফিল্ম বীনি করেঁ — উন কো কিস নে কাহাঁ? আশিকানে রাসূল
বদ নিগাহী করেঁ, বদ কালামী করেঁ — উন কো কিস নে কাহাঁ? আশিকানে রাসূল
খায়ে রিযকে হারাম, এ্যয়সে হে বদ কালাম — উন কো কিস নে কাহাঁ? আশিকানে রাসূল
এহেদ তোড়া করেঁ, জুট বোলা করেঁ — উন কো কিস নে কাহাঁ? আশিকানে রাসূল
জু সাতাতে রাহে দিল দুখাতে রাহে — উন কো কিস নে কাহাঁ? আশিকানে রাসূল
চুগলিয়ুঁ তুহমতোঁ, সে জু মশগুল হোঁ — উন কো কিস নে কাহাঁ? আশিকানে রাসূল
গালিয়াঁ জু বকেঁ এ্যয়ব ভি না ঢাকেঁ — উন কো কিস নে কাহাঁ? আশিকানে রাসূল
দাড়িয়াঁ জু মুন্ডায়েঁ করেঁ গীবতেঁ — উন কো কিস নে কাহাঁ? আশিকানে রাসূল
কাশ! আত্তার কা তায়বা মে খাতিমা — হো করো ইয়ে দোয়া আশিকানে রাসূল

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৪৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! একদিন মৃত্যু আমাদের জীবনের সম্পর্ককে শেষ করে কবরে শুইয়ে দেবে, অতঃপর হাশরের দিনে **আল্লাহ্ তায়ালা**র দরবারে দাঁড়িয়ে হিসাব দিতে হবে, প্রশ্ন করা হবে: জীবনকে কি কাজে ব্যয় করেছো? অতঃপর দ্বিতীয় প্রশ্ন করা হবে: যৌবনকে কি কাজে ব্যয় করেছো? বিশেষকরে আমার যুবক ইসলামী ভাইয়েরা! সেই সময় আমরা **রব তায়ালা**র দরবারে কি উত্তর দিবো, হে মালিক! আমি আমার যৌবনকে গলি, পাড়া-মহল্লায় অযথা বৈঠকে অতিবাহিত করেদিয়েছি বা পুরো পুরো রাত স্যোশাল মিডিয়ায় অহেতুক কাজে লিপ্ত থেকে নষ্ট করে দিয়েছি। একটু ভাবুন! যদি এই মন্দ কাজের কারণে কিয়ামতের দিন **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের চেহারা মোবারক ফিরিয়ে নেন, তবে কেইবা আমাদের অসহায় অবস্থার সাথী হবে? **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ছাড়া কার শাফায়াতের ভিক্ষা প্রার্থনা করবো?

তোমারা নাম মুসিবত মে জব লিয়া হোগা — হামারা বিগড়া হুয়া কাম বন গিয়া হোগা
দিখায়ে জা'য়েগী মাহশর মে শানে মাহবুবী — কেহ আ'প হি কি খুশি আ'প কা কাহাঁ হোগা
খোদায়ে পাক কি চা'হেঙ্গে আগলে পিচলে খুশি — খোদায়ে পাক খুশি উন কি চাহতা হোগা

www.dawateislami.net

কিসি কে পাও কি বেড়ী কা'টতে হোঙ্গে কোয়ী আ'সির গম উন কো পুকারা হোগা
কিসি কে পল্লে পে হোঁঙ্গে ইয়ে ওয়াক্তে ওযন আমল কোয়ী উমিদ সে মুহ উন কা তাক রাহা হোগা
কোয়ী কেহেগা দোহাই হে ইয়া রাসূলাল্লাহ্ তু কোয়ী থামকে দামন মচল গিয়া হোগা

(যওকে না'ত, ৩৫ ও ৩৬ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! কিছু ভাল ভাল নিয়্যত করে নিই, কিন্তু মনে রাখবেন যে, যেকোন নেক আমলে ভাল নিয়্যতের উদ্দেশ্য হলো, যে আমল করা হচ্ছে, মনও সেই দিকেই নিবিষ্ট হোক এবং সেই আমল **আল্লাহ্ তায়ালা**র জন্যই করা হোক, এই নিয়্যতে ইবাদতকে পরস্পরের সাথে আলাদা করা বা ইবাদত এবং অভ্যাসের মাঝে পার্থক্য করাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। মনে রাখবেন! শুধুমাত্র মুখে, কথাবার্তায় বা চিন্তা চেতনায় কিংবা অন্য মনষ্ক হয়ে ইচ্ছা করা, এই সবকিছু থেকে নিয়্যত অনেক দূরে। কেননা, নিয়্যত ঐ বিষয়ের নাম, যা অন্তর এই কাজ করার জন্য একেবারেই প্রস্তুত অর্থাৎ অঙ্গিকারাবদ্ধ এবং দৃঢ় ইচ্ছা হওয়া।

আজকের পর আমাদের কোন নামায কাযা হবে না, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ। না দাঁড়ি মুন্ডাবো, না এক মুষ্টি থেকে ছোট করবো اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ। (মনে রাখবেন! এই পর্যন্ত যে দাঁড়ি মুন্ডানোর গুনাহ হয়েছে, তা থেকে তাওবাও করতে হবে) সুন্নাত অনুযায়ী পোষাক এবং মাথায় সবুজ পাগড়ী শরীফের মুকুট সাজাবো اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ। পিতামাতার অবাধ্যতা করা থেকে বিরত থাকবো اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ। ভাই বোন এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজনদের সাথে সদাচরণ করবো اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ।

আল্লাহ্ তায়ালা আমাদেরকে সমস্ত হাশরবাসীর সামনে অপমানিত হওয়া থেকে বাঁচাক, **তোমার ও তোমার প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্যে জীবন অতিবাহিত করার তৌফিক দান করুক। কেননা, যে সৌভাগ্যবান নিজের যৌবনকে ইবাদত ও রিয়াযতে অতিবাহিত করে, নিজের যৌবনে কোরআনে পাকের তিলাওয়াত করে, নিজের যৌবনে নেকীর দাওয়াত দিয়ে অতিবাহিত করে, নিজের যৌবনে বৃদ্ধ পিতামাতার খেদমত করে, তবে এমন সৌভাগ্যবানকে **আল্লাহ্ তায়ালা**র দরবার থেকে দয়া ও নেয়ামত প্রদান করা হয়ে থাকে। সুতরাং এই নিশ্বাসকে গনিমত মনে করে খারাপ বন্ধুদের সহচর্য থেকে বিরত থাকতে, গুনাহ থেকে সত্যিকার তাওবা করতে এবং নেকীতে স্থায়ীত্ব পেতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান, আশিকানে রাসূলের সাথে মাদানী কাফেলায়

www.dawateislami.net

সফরকারী হয়ে যান, নেকী দাওয়াত প্রদানকারী এবং গুনাহ থেকে বারণকারী হয়ে যান। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ দুনিয়ায়ও সফলতা আমাদের পায়ে এসে লুটিয়ে পড়বে এবং আখিরাতেও সফলতা নসীব হবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

শিক্ষা বিষয়ক মজলিশ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী** যেমনিভাবে দুনিয়া জুড়ে মুসলমানদের নেকীর কাজের দিকে ধাবিত করছে, তেমনিভাবে সরকারী ও প্রাইভেট স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত মানুষের মাঝে নেকীর দাওয়াত প্রসারের জন্য শিক্ষা বিষয়ক মজলিশও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যার মূল উদ্দেশ্য হলো এই সকল প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত লোকদের **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করে সুন্নাত অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করার মাদানী মানসিকতা বানানো, এই মজলিশ কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদের ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সম্পর্ক তৈরী করে তাদেরকে **তাজেদারে রিসালত, শাহান শাহে নবুয়ত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের আলোকে আলোকিত করা, তাছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে **মাদানী ইনআমাতে**র আমল করানো এবং হোস্টেলে **প্রাপ্তবয়স্কদের মাদারাসাতুল মদীনা** প্রতিষ্ঠা করে ভবিষ্যত প্রজন্মদের দ্বীনি ও চারিত্রিক প্রশিক্ষণের যথাসম্ভব চেষ্টা করা হয়, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এই পর্যন্ত অসংখ্য আমলহীন ছাত্র গুনাহ থেকে তাওবা করে নামাযী এবং সুন্নাতের আমলকারী হয়ে গেছে। **আল্লাহ্ তায়ালা দা'ওয়াতে ইসলামী**র সকল মজলিশকে উত্তোরত্তোর সাফল্য দান করুক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দা'ওয়াতে ইসলামী কি কাইয়ুম দু'নো জাহাঁ মে মাচ জায়ে ধুম,
ইচ পে ফিদা হো বাচ্চা বাচ্চা ইয়া আল্লাহ্! মেরী ঝোলী ভর দেয়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সৌন্দর্য্য ও লাবণ্য সম্পর্কে শুনেছি, আমরা শুনলাম যে,

www.dawateislami.net

❀ **আমাদের আক্বা, মুহাম্মাদুর রাসূলূল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সৌন্দর্য্য ও লাবণ্য হচ্ছে অতুলনীয়,

❀ **আমাদের আক্বা, মুহাম্মাদুর রাসূলূল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দাঁত মোবারক ঝকঝকে, চুল কোঁকড়ানো,

❀ **আমাদের আক্বা, মুহাম্মাদুর রাসূলূল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক চেহারা চাঁদ ও সূর্য থেকেও বেশি আলোকিত,

❀ **আমাদের আক্বা, মুহাম্মাদুর রাসূলূল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সৌন্দর্য্য ও লাবণ্যকে দেখে অশান্ত মনে প্রশান্তি লাভ হয়,

❀ **আমাদের আক্বা, মুহাম্মাদুর রাসূলূল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সৌন্দর্য্য ও লাবণ্যকে দেখে লোকেরা কলেমা পড়ে নিতো,

❀ **আমাদের আক্বা, মুহাম্মাদুর রাসূলূল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সৌন্দর্য্য ও লাবণ্য বর্ণনা করা সাহাবায়ে কিরাম এবং বুযুর্গানে দ্বীনদের পদ্ধতি।

❀ **আমাদের আক্বা, মুহাম্মাদুর রাসূলূল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্দর ও লাবণ্যময় হওয়ার পাশাপাশি সৎচরিত্রবান, বিনয় ও নমত্যার প্রতীক, শিশুদের স্নেহকারী এবং গরীবদের সাহায্য দাতা, দুঃখি এবং অসহায়দের অভাব দূরকারী ছিলন। **আল্লাহ্ তায়ালা** আমাদেরকে হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সত্যিকার ভালবাসা নসীব করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

বারভী তারিখ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজ বারভীর রাত এবং এই সম্পর্কের কারণেই ১২ সংখ্যাটির সাথে আমাদের এতো ভালবাসা। শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর না'ত সমগ্র **"ওয়াসায়িলে বখশীশ"** এ লিখেন:

কিউ রাবভী পে হে সভী কো পেয়ার আ'গেয়া
আ'য়া ইসি দিন আহমদে মুখতার আ'গেয়া
ঘর আমেনা কে সায়্যিদে আবরার আ'গেয়া
খুশিয়াঁ মানাও গমযাদো গমখোয়ার আ'গেয়া
বরসীঁ ঘাটায়িঁ রহমতোঁ কি ঝুম ঝুম কর
রহমত সারাপা জব মেরা সরদার আ'গেয়া

www.dawateislami.net

এই বারভী তারিখের প্রিয় সম্পর্কের সাথে মিল রেখে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র **১২টি সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় ও সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারায়** শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অংশগ্রহণ এবং ইনফিরাদি কৌশিশ করে কমপক্ষে দু'জন ইসলামী ভাইকে সাথে নিয়ে আসার নিয়্যত করুন। এই উদ্দেশে হাত উঠিয়ে বলুন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রিয় আক্বা, সায়্যিদুল আম্বিয়া صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সৌভাগ্যমন্ডিত শুভাগমনের খুশিতে রবিউল আউয়ালে বরং সম্ভব হলে আজই তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফরের সৌভাগ্য অর্জন করুন।

আমরা সবাই **দা'ওয়াতে ইসলামী**র এই প্রিয় মাদানী পরিবেশে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকি, আজকের এই মোবারক রাতের মহান সময়ে আশিকানে রাসূলের সহচর্য অর্জন করে নেক আমলের ভাল ভাল নিয়্যত করুন, ফরয জ্ঞান শিখা, মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করে প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনা করার এবং মাদানী কাফেলায় সফর করার নিয়্যত করুন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মিলাদের কিছু সুন্দর মুহুর্তের আলোচনা শ্রবণ করি, যখন আমার **আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুনিয়ায় শুভাগমন হয়, তখন তারিখ কত ছিলো? দিন কি ছিলো? কি অবস্থা ছিলো? আসুন! শ্রবণ করি, ঈমানকে সতেজ করি।

রবিউল আউয়ালের ১২ তারিখ সোমবার, হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল মুত্তালিব رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় দাদাজান হেরেম শরীফে এসে গেলো, হযরত আমেনা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا ঘরে একা। কেননা, শাশুড়ী এবং স্বামীর ছায়া আরো আগেই উঠে গিয়েছিলো, ওদিকে শশুড় খানায়ে কাবার তাওয়াফে ব্যস্ত, মনে মনে ভাবতে লাগলেন যে, আহ! যদি এখন আব্দুল মুনাফের বংশের কিছু মহিলা আমার পাশে থাকতো, হঠাৎ দেখলেন যে, খুবই সুন্দর সুন্দর মহিলায় ঘর ভরে গেলো। মা আমেনা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন: "মুহতরমা! আপনারা কারা? কোথা থেকে এসেছেন? এবং কেনইবা এসেছেন?" তাদের মধ্য থেকে একজন বললো: "আমি উম্মুল বশর, সকল মানুষের মা, আদমের স্ত্রী, হাওয়া رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا," অপরজন বললো: "আমি ফিরআউনের স্ত্রী আসিয়া" رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا,

www.dawateislami.net

তৃতীয়জন বললো: "আমি ঈসা রুহুল্লাহ্ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর মা মরিয়ম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এবং বাকী সকল মহিলারা জান্নাতের হুর, আজ **জগতের দুলহা, জাহানের দাতা, ফকিরদের আশ্রয়দাতা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শুভাগমন হবে, **তাঁকে** স্বাগত জানাতে এবং আপনার খেদমত করতেই আমরা এসেছি। হে আমেনা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا! দরজার বাইরে দৃষ্টি দিন, চারিদিকে দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত ফিরিশতাদের ভিড় লেগে গেছে, ঘরে হুরেরা আর দরজায় ফিরিশতারা, তাঁদের সারী আসমান পর্যন্ত বিস্তৃত।" উপস্থিতিদের মধ্যে এরূপ আলোচনা হচ্ছিলো।

(মজমুউ লতিফ আনসি ফি সি'গুল মুলুদুন্নববী আল কুদসী, ২৯২ পৃষ্ঠা)

আয়ি নেদা কেহ আমেনা জা'গে তেরে নসীব
আয়েঙ্গে তেরি গুদী মে আল্লাহ্ কে হাবীব
কাহা হুরোঁ নে ইয়ে মাহবুবে রাব্বুল আলামিন হোঙ্গে
ফিরিশতোঁ ন কাহা ছরকার খাতামুল মুরসালিন হোঙ্গে
যমীন বোলী কেহ ইয়ে আসরারে কুদরত কে আমীঁ হোঙ্গে
ফলক বোলা কেহ উন কে বাদ পয়ম্বর নেহী হোঙ্গে

প্রিয় নবী, সত্য নবী, আমেনার চোখের তারা নবী, দাঈ হালিমার দুলারা নবী, অসহায়দের সহায় নবী, প্রিয় রাসূল صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم খতনা সহকারে, নাভী কর্তিত, চোখে সুরমা লাগানো অবস্থায় শুভাগমন করেন। সকল প্রকার অপবিত্রতা থেকে পবিত্র বরং অপবিত্রতা সমূহ থেকে পবিত্র করার জন্যই তাশরীফ নিয়ে আসেন। অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসতে লাগলো **রব্বে কাবা** عَزَّوَجَلَّ এর শপথ! কাবার সম্মান অর্জিত হয়ে গেলো। সাবধান হয়ে যাও যে, কাবাকে তার কিবলা ও ঘর বানিয়ে দেয়া হয়েছে।

মাহবুবে রব্বুল ইয্যত, মুস্তফা জানে রহমত, তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم দুনিয়ায় তাশরীফ আনতেই **রব তায়ালার** দরবারে সিজদা করলো। আঙ্গুল মোবারক আকাশের দিকে উঠানো অবস্থায় ছিলো। জান্নাতী ফুলের চেয়েও বেশি সুন্দর ঠোট নড়াচড়া করছিলো এবং আওয়াজ আসছিলো, رَبِّ هَبۡ لِیۡ اُمَّتِیۡ ، رَبِّ هَبۡ لِیۡ اُمَّتِیۡ ، رَبِّ هَبۡ لِیۡ اُمَّتِیۡ، **প্রিয় নবী, মাদানী মুস্তফা, হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বিলাদতের সময় তিনটি পতাকা উড্ডয়ন করা হয়েছিলো, একটি পূর্বে, একটি পশ্চিমে এবং একটি খানায়ে কাবার ছাদের উপর।

www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদাতুনা আমেনা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا বলেন: **প্রিয় নবী, মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শুভাগমনের সময় এমন নূর চমকালো যে, পূর্ব ও পশ্চিম আলোকিত হয়ে গিয়েছিলো এবং আমি মক্কা থেকে সিরিয়ার প্রাসাদগুলো স্পষ্টভাবে দেখে নিয়েছি।

আমেনা তুঝ কো মোবারক শাহ কি মিলাদ হো, তেরা আঙ্গন নূর, তেরা ঘর কা ঘর সব নূর হে।
ইস তরফ জু নূর হে তু উস তরফ ভি নূর হে, যররা যররা সব জাহাঁ কা নূর সে মা'মুর হে।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ তায়ালার হাবীব صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم দুনিয়ায় আগমন করতেই সিজদা করেছেন, আহ! সেই সিজদার সদকায় যদি আমাদেরও সিজদার তৌফিক নসীব হয়ে যেতো এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদে প্রথম তাকবীরের সহিত প্রথম সারীতে আদায়ে অভ্যস্ত হয়ে যেতাম। মনে রাখবেন! প্রত্যেক মুসলমান নারী পুরুষের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয। নামাযের ফরয হওয়াকে অস্বীকারকারী কাফের, যদিওবা তার নাম এবং অন্যান্য কাজ মুসলমানের মতোই হোক না কেন। যেই দূর্ভাগা এক ওয়াক্তের নামাযও যদি জেন শুনে কাযা করে দেয়, তার নাম জাহান্নামের দরজায় লিখে দেয়া হয়।

রুহুল আমীঁ নে গাড়া কা'বে কি ছাদ পে ঝান্ডা, তা' আরশ উড়া পরেরা সুবহে শবে বিলাদত।

اِنۡ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ আমরাও নিজের হাতে এবং নিজেদের বাহনে সবুজ গুম্বদের ফয়য এবং গাউস ও রযার গুম্বদের ফয়য সম্বলিত মাদানী পতাকা উড়াবো, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ এর প্রদত্ত মাদানী ফূল (মাকতুব) অনুযায়ী জুলুসে মিলাদে অংশগ্রহণ করবো। উচ্চ আওয়াজে বলুন اِنۡ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ এবং اِنۡ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ ১২ রবিউল আউয়াল অর্থাৎ আজকের দিনেও রোযা রাখবো। কেননা, **আমাদের আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم প্রতি সোমবার রোযা রাখতেন এবং **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে সোমবার রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে ইরশাদ করেন: "এই দিন আমার জন্ম হয়েছিলো এবং এই দিনেই আমার প্রতি প্রথম ওহী অবতীর্ণ হয়েছিলো।" তাই اِنۡ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ আমরাও আজ রোযা রাখবো। হাত উঠিয়ে উচ্চ আওয়াজে বলুন اِنۡ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ।

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় "সুন্নাত ও আদব" বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৭৫)

সুন্নাতে আ'ম করোঁ দ্বীন কা হাম কাম করোঁ নেক হো জায়ে মুসলমান মদীনে ওয়ালে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ঘরে আসা যাওয়ার সুন্নাত ও আদব

❀ যখন ঘর থেকে বের হবেন তখন এই দোয়া পড়ুন: بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ (আবু দাউদ, ৪/ ৪২০, হাদীস নং-৫০৯৫) (**অনুবাদঃ আল্লাহ্**র নামে আরম্ভ, আমি **আল্লাহ্**র উপর ভরসা করছি। **আল্লাহ্** প্রদত্ত ক্ষমতা ব্যতীত কোন সামর্থ্য ও শক্তি নেই।) اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এ দোয়া পাঠ করার বরকতে সঠিক পথে থাকবে, বিপদ আপদ থেকে মুক্ত থাকবে এবং **আল্লাহ্ তায়ালা**র সাহায্যের আওতায় থাকবে। ❀ ঘরে প্রবেশের দোয়া: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْاَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا (প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৫০৯৬) (**অনুবাদঃ** হে **আল্লাহ্**! আমি তোমার নিকট প্রবেশকালে এবং বের হওয়ার সময় মঙ্গল প্রার্থনা করছি **আল্লাহ্**র নামে আমি (ঘরে) প্রবেশ করছি এবং তারই নামে বের হই এবং আপন **প্রতিপালকের** উপর আমরা ভরসা করছি।) এ দুটি পড়ে ঘরের অধিবাসীদের সালাম করুন। অতঃপর **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে সালাম পেশ করুন এরপর সুরা ইখলাস পাঠ করুন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ ঘরে বরকত ও পারিবারিক কলহ থেকে মুক্ত থাকবে। ❀ নিজের ঘরে আসা যাওয়াতে মুহরিম মুহরিমাদেরকে, (যেমন; মা-বাবা, ভাই-বোন, সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি) সালাম করুন। ❀ **আল্লাহ্ তায়ালা**র নাম নেওয়া (যেমন بِسْمِ الله) বলা ব্যতীত যে ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করবে শয়তানও তার সাথে প্রবেশ করে। ❀ যদি এমন ঘরে (চাই নিজের খালি ঘরে হোক) যাওয়া হয় যাতে কেউ নেই তবে এভাবে বলুন: اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللهِ الصّٰلِحِيْنَ (অর্থাৎ আমাদের ও **আল্লাহ্**র নেক বান্দাদের উপর সালাম) ফিরিশতা এ সালামের উত্তর

www.dawateislami.net

প্রদান করে। (দুররুল মুখতার, ৯/৬৮২) অথবা এভাবে বলুন: اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ (অর্থাৎ হে নবী আপনার উপর সালাম) কেননা, **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রূহ মোবারক প্রতিটি মুসলমানের ঘরে উপস্থিত থাকে। (বাহারে শরিয়ত, ১৬/৯৬। শরহুস শিফা লিল কারী, ২/১১৮) ❀ যখনই কারো ঘরে প্রবেশ করতে চান, তখন এভাবে বলুন: اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ আমি কি ভিতরে আসতে পারি ? ❀ যদি ভিতরে যাওয়ার অনুমতি পাওয়া না যায়, সন্তুষ্টচিত্তে ফিরে যান, হতে পারে কোন অপরাগতার কারণে ভিতরে আসার অনুমতি দেয়নি। ❀ যখন আপনার ঘরে কেউ করাঘাত করে তবে সুন্নাত হচ্ছে এভাবে জিজ্ঞাসা করা কে? করাঘাতকারীর উচিত যে, নিজের নাম বলা, যেমন বলুন: মুহাম্মদ ইলইয়াস নাম বলার পরিবর্তে মদীনা, আমি! দরজা খুলুন ইত্যাদি বলা সুন্নাত নয়। ❀ উত্তরে নাম বলার পর দরজা থেকে সরে দাঁড়ান, যাতে দরজা খুলতেই ঘরের ভিতরে দৃষ্টি না পড়ে। ❀ কারো ঘরে উঁকি মারা নিষেধ। অনেকের ঘরের সামনে নিচে অন্যান্য ঘর থাকে সুতরাং ব্যালকনি ইত্যাদি থেকে দেখার সময় এদিকে খেয়াল করা উচিত যেন তাদের ঘরে দৃষ্টি না পড়ে। ❀ কারো ঘরে গেলে সেখানের ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে অহেতুক মন্তব্য করবেন না, এতে তার মনে কষ্ট আসতে পারে, ❀ বিদায়ের সময় মালিকের জন্য দোয়া ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করুন এবং সালাম করে সম্ভব হলে কোন সুন্নাতে ভরা রিসালা ইত্যাদি উপহার দিন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বিভিন্ন সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২টি রিসালা, ২৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১০১ মাদানী ফুল"** এবং ৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১৬৩ মাদানী ফুল"** হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

তিন দিন হার মাহ জু আপনায়ে মাদানী কাফেলা, বেহিসাব উস কা খোদায়া! খুলদ মে হু দাখেলা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ

الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।"

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ

صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।"

(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২, ৩২৯, হাদীস: ৩০)

www.dawateislami.net

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।" (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস: ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ্** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ্ তায়ালা** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

www.dawateislami.net